অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের আওতায় ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরের এডিপিভুক্ত সমাপ্ত প্রকল্পের মূল্যায়ন প্রতিবেদনের ওপর মন্ত্রণালয়/বিভাগভিত্তিক সারসংক্ষেপ

ক্র.নং	**মন্ত্রণালয়ের নাম**	মোট সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সমাপ্ত প্রকল্পের ধরণ			মূল সময় ও ব্যয়ের তুলনায়				
			বিনিয়োগ প্রকল্পের সংখ্যা	কারিগরী সহায়তা প্রকল্পের সংখ্যা	জেডিসিএফ ভুক্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় ও ব্যয় উভয়ই অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্য	সময় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	সময় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন -সর্বোচ্চ	ব্যয় অতিক্রান্ত প্রকল্পের সংখ্যা	ব্যয় অতিক্রান্তের শতকরা হার (%) সর্বনিম্ন - সর্বোচ্চ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
০১।	**অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ**	**০১টি**	**-**	**০১**	**-**	**-**	**০১**	**৩২%**	**-**	**-**

০১। সমাপ্ত প্রকল্পের সংখ্যা: ০১ টি

০২। সমাপ্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কারণ: অর্থায়নকারী সংস্থা **DFID** ম্যানেজমেন্ট এজেন্ট নিয়োগ দিতে দেরী করায় প্রকল্পের কার্যক্রম সময়মতো শুরু করা সম্ভব না হওয়ায় প্রকল্পের সময় বৃদ্ধি পেয়েছে ।

০৩। সমাপ্তকৃত প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান প্রধান সমস্যা ও সুপারিশ:

ক্রম	সমস্যা	ক্রম	সুপারিশ
১	প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শাখা হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২২০৭৯৩৮১.৪০. কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে উক্ত অফিসের জন্য এখন জনবল কাঠামো, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান না করায় উক্ত শাখা অফিসটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না।	১	এই প্রকল্পের আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্ম পদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা অফিস স্থাপন করা হলেও এর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল, অফিস স্পেস এবং অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রাম অনুমোদন করা হয় নাই। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
২	কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য যে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।	২	কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য যে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে;
৩	প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হলেও জনবল কাঠামা, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রামের অভাব রয়েছে;	৩	প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হলেও জনবল কাঠামা, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রামের দ্রত প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;
৪	কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রমে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা তুলনামূলক কম।	৪	কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম যেন বন্ধ না হয় এবং নিয়মিত সেবা প্রদান করা হয় সে দিকে নজরদারি রাখা যেতে পারে;

Tax Administration Capacity and Taxpayer Services (TACTS)
-শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্তি মূল্যায়ন প্রতিবেদন

১। প্রকল্পের নাম : **Tax Administration Capacity and Taxpayer Services (TACTS)**

২। প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় : অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়

৩। (ক) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

(খ) সহায়ক বাস্তবায়নকারী সংস্থা : প্রযোজ্য নয়

৪। প্রকল্পের অবস্থান : জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আওতাভুক্ত বাংলাদেশের সকল কর অঞ্চল

৫। প্রকল্প গ্রহনের পটভূমি :

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক বৃহৎ করদাতাদের কর আদায়ের জন্য বৃহৎ করদাতা ইউনিট স্থাপন এবং কর খেলাপী চিহ্নিতকরনের জন্য সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেল স্থাপনের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংস্কার কার্যক্রম সম্পাদন করা হয়েছে। তথাপি এদেশের কর ভিত্তি খুবই সংকুচিত। নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা মাত্র ২০ লক্ষ এবং ভ্যাট নিবন্ধিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান মাত্র ৪,৫০,০০০। কেবলমাত্র বৃহৎ করদাতাদের করেই নয়, মধ্যম ও ক্ষুদ্র করদাতাদের কর নেটের আওতাভুক্ত করে কর ভিত্তি সম্প্রসারনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। করদাতাদের সেবা ভিত্তিক কর প্রশাসন প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টার এক্ষেত্রে ঘাটতি রয়েছে। করদাতাদের প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানের মাধ্যমে কর আদায় বৃদ্ধি করে কর ব্যবস্থাপনার চিত্র পরিবর্তন করা সম্ভব। এতে ব্যবসায়ের ব্যয় ও প্রক্রিয়াগতে জটিলতা হ্রাস পাওয়ার মাধ্যমে বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নতির মাধ্যমে বেসরকারী খাতের প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অর্থায়নের জন্য একটি টেকশই সম্পদ আহরণ ব্যবস্থার উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। বাংলাদেশের দারিদ্র হ্রাস কৌশল এবং সহশ্রাব্দীর উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে এই প্রকল্প সহায়তা করবে এই আশা বাস্তবায়নে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছিল।

৬। প্রকল্পের উদ্দেশ্য : প্রকল্পের সর্বোপরি উদ্দেশ্য হলো কর জাল সম্প্রসারণ এবং রাজস্ব প্রশাসনে স্বচ্ছতা এবং বিশ্বাস বৃদ্ধির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারের দুর্বল রাজস্ব আদায়ের অবস্থাকে শক্তিশালি করা। এই লক্ষ্যে নিম্নলিখিত সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সমূহ নির্ধারণ করা হয়েছেঃ

ক) একটি টেকশই কর ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে অধিক কর আদায় করা;

খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপ্রক্রিয়া অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা;

গ) কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে একটি উন্নত করদাতা সনাক্তকরণ প্দ্ধতি এবং কর্মপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক করদাতাকে কর জালের আওতাভুক্ত করা;

ঘ) করদাতাদের অধিকতর পেশাদারি ও দক্ষ সেবা প্রদান করা;

(ঙ) কর ফাঁকি তদন্তের সক্ষমতা ও আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার কাজে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা;

(চ) বৃহৎ করাদাতা ইউনিট ও সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে ইন্টারনাল অডিট বাস্তবায়ন সহ নির্দিষ্ট কয়েকটি কর অঞ্চলে পরীক্ষামুলকভাবে ইন্টারনাল অডিট পরিপালন করা;

(ছ) কর আপীল প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালি করা।

৭। প্রকল্পের ব্যয় : মূল: ৭৫৫০ লক্ষ টাকা (৬৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি) + প্রকল্প সাহায্য ৬৮৬০ লক্ষ টাকা)

সংশোধিত: ৭৫৫০ লক্ষ টাকা (৬৯০ লক্ষ টাকা (জিওবি) + প্রকল্প সাহায্য ৬৮৬০ লক্ষ টাকা)

৮। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল : ০১/১০/২০১০ হতে ৩০/০৯/২০১৫

(লক্ষ টাকা)

অনুমোদিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	অনুমোদিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয়(মূল অনুমোদিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময়(মূল বাস্তবায়নকালের %)
মূল	সর্বশেষ সংশোধিত		মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৭৫৫০	৭৫৫০	৭২২০.৪৮	মার্চ,২০০৯ হতে ফেব্রুয়ারি,২০১৪	অক্টোবর,২০১০ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৫	অক্টোবর,২০১০ হতে সেপ্টেম্বর,২০১৫	-	৩২%

৯। প্রকল্পের অগ্রগতি : **অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রাপ্ত প্রকল্প সমাপ্তি প্রতিবেদন (PCR) এবং মাঠ পরিদর্শনকালে প্রাপ্ত তথ্যাদি অনুযায়ী প্রকল্পের ৭ টি ক্ষেত্রে (Track) অগ্রগতি নি দেয়া হ'ল:**

	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
Track-1	বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি	বৃহৎ করদাতা ইউনিটের জন্য নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং যন্ত্রিপাতি ক্রয়, আইটি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ খাতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
Track-2	বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপ্রক্রিয়া অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারণ	চট্রগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা স্থাপনের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্ম প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	
Track-3	কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে উন্নত করদাতা সনাক্তকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে অধিকসংখক করদাতাকে কর জালের আওতাভুক্ত করা	নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) স্থাপন করা হয়েছে।	
Track-4	করদাতাদের অধিকতর পেশাদারি ও দক্ষ সেবা প্রদান করা	করদাতাদের অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুরসহ ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে।	
Track-5	সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি	সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে ওয়াকিটকি সহ পোর্টেবল বেস স্টেশন, ইন্টেলিজেন্স সরঞ্জাম, ফরেন্সিক সরঞ্জামসহ ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	
Track-6	ইন্টারনাল অডিট বাস্তবায়ন	ইন্টারনাল অডিট বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান সহ তিনটি কর অঞ্চলে পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনাল অডিট করা হয়েছে। ইন্টারনাল অডিট বিষয়ে একটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে।	
Track-7	কর আপীল প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালি করা	কর আপীল বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইলেক্ট্রনিক ফরমেটে সিডি আকারে ইনকাম ট্যাক্স কেস ল ডাইজেষ্ট তৈরী করে কর কর্মকর্তাদের	

	ডিপিপি অনুযায়ী লক্ষমাত্রা	বাস্তব অগ্রগতি	মন্তব্য
		মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আপীল সংক্রান্ত আইনগত পরিবর্তনের বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও বিসিএস কর একাডেমির লাইব্রেরীতে আয়কর আইনের রেফারেন্স বই এর ম্যানুয়াল সরবরাহ করা হয়েছে।	

১০। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি : এই প্রকল্পের আওতায় জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের বৃহৎ করদাতা ইউনিটের সক্ষমতা বৃদ্ধি, বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপদ্ধতি অন্যন্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারন, করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) স্থাপন, করদাতাদের সেবা প্রদানের জন্য ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন, সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কর আপীল পদ্ধতির উন্নয়ন, ইন্টারনাল অডিট বিষয়ে সক্ষমতা তৈরী এবং কর কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১১। কাজ অসমাপ্ত থাকলে তার কারণ : প্রকল্পের ৭ টি ট্রাকে কাজ করা হয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়ের প্রায় ৯৬% ব্যয় করা হয়েছে।

১২। পরিদর্শনের বাস্তব অবস্থা : পিসিআর প্রাপ্তির পর প্রকল্পের কাজের সর্বশেষ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য গত ০৫-১০-২০১৭ তারিখে আইএমইডির পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন সেক্টর-৪ এর মূল্যায়ন কর্মক মো:শফিকুর রহমান প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত এবং সংশ্লিষ্টদের সা কথা বলে চূড়ান্ত সমাপ্ত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে।

পরিদর্শনকৃত বিভিন্ন অংগ ভিত্তিক অগ্রগতি:

১৩.১ Track-1:

২য় ১২ তলা ভবন সেগুন বাগিচায় অবস্থিত বৃহৎ করদাতা ইউনিটে পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে প্রকল্পের আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিটের জন্য নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং যন্ত্রিপাতি ক্রয় করা হয়েছে। এছাড়াও আইটি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ খাতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের রাজস্ব আহরন উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১২,১৩৫ কোটি টাকা যা ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে বৃদ্ধি পেয়ে দাড়িয়েছে ১৪,৯০০ কোটি টাকা।

চিত্র-১:চিত্রে প্রকল্প পরিচালক কে দেখা যাচ্ছে ।

চিত্র-২: বৃহৎ করদাতা ইউনিটের সম্মেলন কক্ষ, সেগুনবাগিচা ।

১৩.২ Track-3:

হাউস বিল্ডিং ফাইন্যান্স ভবন, পুরানা পল্টন, ঢাকায় অবস্থিত কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে অফিস পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) স্থাপন করা হয়েছে। করদাতাদের তথ্য রেকর্ড করার জন্য নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে। উক্ত ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, সিটি করপোরেশন, ডিপিডিসি, বিআরটিএ হতে প্রাপ্ত তথ্য এখানে সংরক্ষন করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য করাদাতাদের নথির সাথে যাচাই-বাছাই করে কর ফাঁকি উদঘাটন করা হয় এবং ফাঁকিকৃত রাজস্ব আদায় করা হয়।

চিত্র-৩:কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চল।

চিত্র-৪: ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম

১৪।	প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জন:		পিসিআর অনুসরণ করে-

পরিকল্পিত	অর্জিত	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হবার কারণ
ক) একটি টেকশই কর ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করে অধিক কর আদায় করা।	বৃহৎ করদাতা ইউনিটের জন্য নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং যন্ত্রপাতি ক্রয়, আইটি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ খাতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।	
খ) বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্মপ্রক্রিয়া অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারণ করা	চট্রগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা স্থাপনের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্ম প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হয়েছে।	
গ) কেন্দ্রীয় জরিপ অঞ্চলে একটি উন্নত করদাতা সনাক্তকরণ পদ্ধতি এবং কর্মপ্রক্রিয়া বাস্তবায়নের মাধ্যমে অধিকসংখ্যক করদাতাকে কর জালের আওতাভুক্ত করা	নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যমে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	
ঘ) করদাতাদের অধিকতর পেশাদারি ও দক্ষ সেবা প্রদান করা	করদাতাদের অধিকতর সেবা প্রদানের জন্য ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, সিলেট, বরিশাল, কুমিল্লা, বগুড়া, রংপুরসহ ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৩, ২০১৪ এবং ২০১৫ সনে আয়োজিত কর মেলায় করদাতাদের জন্য তথ্য সম্বলিত পুস্তিকা সরবরাহ করা হয়েছে।	

পরিকল্পিত	অর্জিত	লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত না হবার কারণ
(ঙ) কর ফাঁকি তদন্তের সক্ষমতা ও আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিচার কাজে সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট কার্যক্রম জোরদার করা	সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে ওয়াকিটকি সহ পোর্টেবল বেস স্টেশন, ইন্টেলিজেন্স সরঞ্জাম, ফরেন্সিক সরঞ্জামসহ ফরেনসিক ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। ফরেনসিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে ভারতের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ভারতের আয়কর অফিসে শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে।	
(চ) বৃহৎ করাদাতা ইউনিট ও সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স সেলে ইন্টারনাল অডিট বাস্তবায়ন সহ নির্দিষ্ট কয়েকটি কর অঞ্চলে পরীক্ষামুলকভাবে ইন্টারনাল অডিট পরিপালন করা	ইন্টারনাল অডিট বিষয়ে কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে এবং ইন্টারনাল অডিট বিষয়ে একটি ম্যানুয়াল প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও বৃহৎ করদাতা ইউনিটসহ তিনটি কর অঞ্চলে ইন্টারনাল পরীক্ষামূলকভাবে ইন্টারনাল অডিট করা হয়েছে।	
(ছ) কর আপীল প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালি করা	কর আপীল বিষয়ে কর্মকর্তাদের দেশে ও বিদেশে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইলেক্ট্রন্কি ফরমেটে সিডি আকারে ইনকাম ট্যাক্স কেস ল ডাইজেষ্ট তৈরী করে কর কর্মকর্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। আপীল সংক্রান্ত আইনগত পরিবর্তনের বিষয়ে রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। এছাড়াও বিসিএস কর একাডেমির লাইব্রেরীতে আয়কর আইনের রেফারেন্স বই এর ম্যানূয়াল সরবরাহ করা হয়েছে।	

১৫। প্রকল্প পরিচালক সংক্রান্ত তথ্যাদি:

প্রকল্প পরিচালকের নাম	পূর্ণকালীন/খন্ডকালীন	মেয়াদকাল
১। মো: বশিরউদ্দিন আহমেদ, সদস্য (কর প্রশাসন ও পরিচালনা)	খণ্ডকালীন	০১/১০/২০১০ হতে ০৮/০৩/২০১১
২। সৈয়দ মো: আমিনুল করিম, সদস্য (আয়কর নীতি)	খণ্ডকালীন	০৮/০৩/২০১১ হতে ২৫/০৯/২০১৪
৩। পারভেজ ইকবাল, সদস্য (আয়কর নীতি)	খণ্ডকালীন	২১/১০/২০১৪ হতে ৩০/০৯/২০১৫

১৬। সার্বিক বিশ্লেষণ:

১৬.১ প্রকল্প পরিদর্শনকালে দেখা যায় যে,সারাদেশ ব্যাপী ১১ টি কর ও তথ্য সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। বৃহৎ করদাতা ইউনিট ঢাকার সেগুনবাগিচায় স্থাপন করা হয়েছে এবং চট্রগ্রামে এর একটি শাখা অফিস স্থাপন করা হয়েছে যার অরগানোগ্রাম অদ্যাবধি হয়নি।বৃহৎ করদাতা ইউনিট, ঢাকা এর অধিক্ষেত্রাধীন করদাতা কোম্পানীর সংখ্যা ৪১৭ টি এবং ব্যাক্তি করদাতার সংখ্যা ৭৫৯ জন। কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।তবে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তার অভাব দেখা যায়।

১৬.২ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা। প্রকল্প পরিদর্শনকালে দেখা যায় বৃহৎ করদাতা ইউনিটের জন্য নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং যন্ত্রিপাতি ক্রয়, আইটি সহায়তা এবং প্রশিক্ষণ খাতে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের দক্ষতা, পেশাদারিতা এবং কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হয়েছে।

১৬.৩ প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে উন্নত করদাতা সনাক্তকরণ প্দ্ধতির মাধ্যমে অধিকসংখক করদাতাকে কর জালের আওতাভুক্ত করা। উদ্দেশ্য সাধনে নতুন আইটি হার্ডওয়ার এবং নেটওয়ার্কিং সরঞ্জাম ক্রয়ের মাধ্যেমে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষণের জন্য কেন্দ্রীয় কর জরিপ অঞ্চলে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সিস্টেম (টিআইআরএস) স্থাপন করা হয়েছে।

১৭। প্রকল্পের বাস্তবায়ন সমস্যা :

প্রকল্পের আওতায় চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত শাখা হতে ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে ২২০৭৯৩৮১.৪০. কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়েছে। তবে উক্ত অফিসের জন্য এখন জনবল কাঠামো, অফিস স্পেস স অন্যান্য প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান না করায় উক্ত শাখা অফিসটি তার কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জন করতে পারছে না। কেন্দ্রী কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য যে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

১৮। সুপারিশমালা :

আলোচ্য প্রকল্পটির বাস্তবায়নোত্তর সার্বিক মূল্যায়নের আলোকে আইএমইডিসুপারিশ নিম্নরূপ:

১৮.১ এই প্রকল্পের আওতায় বৃহৎ করদাতা ইউনিটের কর্ম পদ্ধতি অন্যান্য কর অঞ্চলে সম্প্রসারনের প্রক্রিয়ার অংশ হিসাবে চট্টগ্রামে বৃহৎ করদাতা ইউনিটের শাখা অফিস স্থাপন করা হলেও এর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল, অফিস স্পেস এবং অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রাম অনুমোদন করা হয় নাই। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক অনুমোদনের লক্ষ্যে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

১৮.২ প্রকল্পের আওতায় করদাতাদের সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ১১ টি কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্র স্থাপন করা হলেও জনবল কাঠামা, অফিস স্পেস সহ অন্যান্য বিষয়ে অরগানোগ্রামের দ্রত প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে;

১৮.৩ প্রকল্পের কার্যক্রমের মাধ্যমে রাজস্ব আদায়ে যে অগ্রগতি হয়েছে সে বিষয়ে একটি ফিজিবিলিটি স্টাডির মাধ্যমে ভবিষ্যতে যে সকল বিষয়ে প্রকল্প গ্রহণ করা প্রয়োজন তা নির্ধারণ করা যেতে পারে;

১৮.৪ কেন্দ্রীয় কর জরীপ অঞ্চলে করদাতাদের তথ্য সংরক্ষনের জন্য যে ট্যাক্স ইনফরমেশন রিট্রাইভাল সেন্টার স্থাপ করা হয়েছে তা পরিপুর্নভাবে কাজে লাগাতে অতিরিক্ত জনবল ও অন্যান্য প্রশাসনিক সহায়তা প্রদান করা যে পারে;

১৮.৫ বৃহৎ করদাতা ইউনিট(LTU),ঢাকা এর প্রশাসনিক ও তথ্য প্রযুক্তিগত অবকাঠামো আরও শক্তিশালীকরণ করা যেতে পারে;

১৮.৬ কর তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের কার্যক্রম যেন বন্ধ না হয় এবং নিয়মিত সেবা প্রদান করা হয় সে দিকে নজরদারি রাখা যেতে পারে;

১৯। উপরোক্ত সুপারিশসমূহের আলোকে গৃহীত ব্যবস্থা এ প্রতিবেদন প্রাপ্তির ০১(এক) মাসের মধ্যে আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে।